দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

JUL 1989
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 4 ...

25

13 JUL 1989

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্বের ছাত্র–ছাত্রীদের সমাপনী উৎসবের উদ্বোধন করছেন উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আসাদুর রহমান

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপনী উৎসবে আত্মশুদ্ধির শপথ

পহেলা আষাঢ়। কালিমাখা মেঘে আকাশ ঢাকা। সূর্যের উঁকি–ঝুঁকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। টিপ টিপ বৃষ্টি। আষাঢ়ে প্রকৃতিতে দুর্যোগের ঘনঘটা। কাঁদো কাঁদো প্রকৃতি যেন বিদায় জানাচ্ছিল। সারাদিনের এ অবস্থা গভীর ভাবগাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সকাল থেকেই হ লে বেজে ওঠে বিদায়ের সুর। ক্রমান্বয়ে করুণ রাগ–রাগিনীতে ভারাক্রান্ত হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সমাপনী উৎসব'৮৯। ছাত্র–ছাত্রীরা সমাপনীর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পোশাক পরে সমবেত হয় লাইব্রেরী ভবন চত্বরে। এখানেই উদ্বোধন করা হয় ১৯৮৫–৮৬ শিক্ষা বর্ষের ছাত্র–ছাত্রীদের সমাপনী উৎসব। বের হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালী। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহাম্মদ আসাদুর রহমান এই প্রথমবারের মত উদ্বোধন করেন সমাপনী উৎসব '৮৯। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপচার্যের সংগে ছিলেন ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর মু মুস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র কল্যাণ ও নির্দেশনার উপ–পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহবায়ক প্রফেসর কামরুল হাসান, ডীনবৃন্দ, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ। ভাইস চ্যান্সেলর সমাপনী পর্বের ছাত্র–ছাত্রীদের উদ্দেশে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, সমাজের দুর্নীতি নির্মুল করে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র–ছাত্রীদের কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে ছাত্র–ছাত্রীদের মনমন্দিরে যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দেয়া হয়েছে সে দীপ শিখাকে সমুজ্জ্বল রেখে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিজ্ঞা হবে দুর্নীতি রুখবার এবং দেশ সেবার। প্রফেসর আসাদুর রহমান সমাপনী ছাত্র–ছাত্রীদের একটি শপথ অনুষ্ঠানও পরিচালনা করেন। এতে তিনি বলেন, শিক্ষাজীবন সমাপনীর এই শুভলগ্নে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিজ্ঞা হবে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আগামী দিনগুলোতে তাদের সকল মেধা, ক্ষমতা এবং শ্রম বিনিয়োগ করার। দেশবাসীর কল্যাণকে ধ্রুব জেনে ছাত্র–ছাত্রীদেরকে সততা এবং নিষ্ঠার সংগে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আজীবন কর্মসাধনায় ছাত্র–ছাত্রীরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান–মর্যদাকে সমুন্নত রাখবে এবং সমগ্র জাতির সামনে এর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাপনী উৎসবের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আশরাফ উল্লাহ ভুঁইয়া স্বাগত ভাষণ দেন। উৎসব কমিটির আহবায়ক সৈয়দ মোঃ শোয়েবের অনুপস্থিতিতে সদস্য সচিব মোঃ আশফাকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, সমাপনী উৎসবের এই দিনটিতে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমাদের শিক্ষা এবং সততার দ্বারা আমরা দেশকে সেবা করে যাব। আমরা রুখবো দুর্নীতি, নেবনা ঘুষ। কৃষক, শ্রমিক আর শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নই হবে আমাদের লক্ষ্য। বিগত বছরগুলোর স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে আজকের দিনটি শপথ নেবার, আনন্দ এবং দুঃখের। তিনি বিদায়ী ছাত্র–ছাত্রীদেরকে কৃষি উন্নয়নের জন্য কর্মজীবনেও ঘনিষ্ঠ পারস্পারিক সম্প্রীতি বজায় রেখে কাজ করে যাবার আহবান জানান। কৃষি অনুষদ করিডোরে ছাত্র–ছাত্রীরা এক আন্তরিক খোলামেলা পরিবেশে আয়োজন করে 'উল্টা পাল্টা' নামে একটি অনুষ্ঠান। এতে মনে দাগ কেটে যাওয়া কিছু কিছু স্মৃতি, শিক্ষকদের আচার–আচারণ, সহপাঠীদের প্রেম, ছাত্র–ছাত্রীর প্রেমাভিনয় এবং বিয়ে বিষয়ে কটাক্ষ করে পরিবেশিত হয় গান, কবিতা, ছড়া, চুটকি এবং সম্মিলিত গীতি। হাস্যরসে ভরা এ অনুষ্ঠানে বিপুল দর্শক ও শ্রোতার সমাগম ঘটে।

সমাপনী উৎসবে ছাত্র–ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ক্লাব এ কর্মসূচী সম্পাদনে সহযোগিতা দেয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ জন ছাত্রীসহ ৩৯ জন ছাত্র–ছাত্রী এতে রক্তদান করে। প্রফেসর জহিরুল হক ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। মেডিসিন ক্লাবের সভাপতি শিপন এবং সমাপনী উৎসব–৮৯ উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আশফাকুল ইসলাম এতে বক্তব্য রাখেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালেয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর মু মুস্তাফিজুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান আবদুল গফুর দেওয়ান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রক্তদানকারী ছাত্র–ছাত্রীদেরকে মেডিসিন ক্লাবের সুন্দর কোটপিন, সনদপত্র এবং ডোনার কার্ড প্রদান করা হয়। স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে রক্তদানের এ কার্যক্রমটি ছিল সেবার আদর্শে অনুপ্রাণীত। সমাপনী উৎসবে ছাত্র–ছাত্রীরা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তারা দেশব্যাপী নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনযজ্ঞ, গাছ রোপন এবং সংরক্ষণের ভূমিকার উপর আলোচনা করে একে উল্লেখ করে একে উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেন। জনসংখ্যা বিস্ফরণ এবং বৃক্ষ নিধনকে আশংকাজনক করে তারা দেশবাসীকে 'একটি গাছ লাগান ও একটি শিশুর জন্ম রোধ করুন' শ্লোগানটি মেনে চলতে আহবান জানান। সমাপনী উৎসবে ছাত্র–ছাত্রীরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপন করে এবং সংসার জীবনে জন্ম শাসন মেনে চলার অংগীকার করে। ডীন পরিষদের আহবায়ক ও কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর বি এন ইসলাম বৃক্ষ রোপন অভিযান উদ্বোধন করেন। সারদিনের কর্মব্যস্ত অনুষ্ঠান শেষে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলানায়তনে ছাত্র–ছাত্রীরা এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। এখানে প্রথমেই লাকী কুপন ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুপন ড্র'র মাধ্যমে দশজন ভাগ্যবান–ভাগ্যবতীকে নির্ধারণ করা হয় এবং তাদেরকে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু)–এর ভিপি মোঃ ফায়েজুল করিম এবং জিএস মোঃ আসাদুল আমিন দাদনসহ এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী পর্বের ছাত্র–ছাত্রীরা এক মনোজ্ঞ অনুষ্টানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শেষ করেন। বিগত বছরগুলোর স্মৃতিচারণ, মিলন, বিরহ, অভিমানের গান–কবিতায় অনুষ্ঠানের প্রাণবন্ততা ছিল প্রশংসনীয়। হাসানুজ্জামান কল্লোল এবং মোঃ খলিলুর রহমান সানীর সাবলীল উপস্থাপনায় বিমুগ্ধ দর্শক–শ্রোতা তিল তিল করে উপভোগ করেছেন অনুষ্ঠানের প্রতিটি কর্মসূচী। ডালিয়া এবং খোকা ভাই–এর দ্বৈতকন্ঠের রবীন্দ্র সংগীত "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে–––––––" উপস্থিত শ্রোতাদের মুহ্যবান করে দেয়।

সমাপনী উৎসব আপ্যায়ন কমিটির আহবায়ক মুস্তাফিজুর রহমান এবং মাসুদ পরভেজ জুয়েলের ব্যবস্থাপনায় টিএসসিতে আয়োজন করা হয় সমাপনী উৎসব ডিনার। ছাত্র–ছাত্রীরা সম্মিলিত হয়ে এখানে শেষবারের মত একত্রিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করে। রাত গভীর হতেই তারা বিদায় নিতে থাকে পরস্পরের কাছ থেকে। শিক্ষা জীবন শেষে কর্মজীবনে পদার্পণ করার পূর্ব মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এ অনুষ্ঠান বোধকরি মনে থাকবে সকলের। হয়তো মনে থাকবে এখানকার শত স্মৃতি, ব্যথা, দুঃখ আর সমাপনী উৎসবের অংগীকার।

দাস উত্তম কুমার